সংবাদ

5 MAY 2017

বিশ্লেষণ

নম্বর প্রদানের অঘোষিত নির্দেশনা না থাকায় পাসের হার কমেছে

রাকিব উদ্দিন

হাত খুলে নম্বর দেয়ার প্রবণতা থেকে সরে আসা, মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নম্বর প্রদানে শিক্ষা বোর্ডের অঘোষিত নির্দেশনা না থাকায় বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার হ্রাস পেয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করছেন। বিগত ৭-৮ বছরের মধ্যে এবারই মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার ব্যাপকভাবে কমেছে। কমেছে জিপিএ-৫ ও শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। বেড়েছে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠান।

বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে, ২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর কোন বছর গড় পাসের হার কিছুটা বাড়লেও পরের পর কিছুটা কমেছে। কিন্তু এবার এই তারতম্য এক লাফে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ হয়েছে। ছেদ পড়েছে ফলাফলের সবকটি সূচকে। এবার মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছর এই হার ছিল ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। এর আগে ২০১৫ সালে গড় পাসের হার ছিল ৮৭ দশমিক ০৪ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ, ২০১৩ সালে ছিল ৮৯ দশমিক ০৩ শতাংশ।

পাসের হার কমার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'আগে উত্তরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। নতুন পদ্ধতিতে নম্বর দেয়ার কারণে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের চেয়ে বেশি ফেল করেছে।'

এবার ১০ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট এক লাখ চার হাজার ৭৬১ জন। প্রায় এক লাখ ৩৭ হাজার পরীক্ষার্থী কম থাকা সত্ত্বেও গত বছর এই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল এক লাখ ৯ হাজার ৮৬১ জন। আর গত বছর চার হাজার ৭৩৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে সব পরীক্ষার্থীই পাস করেছিল, এবার এই সংখ্যা কমেছে দুই হাজার ৪৬৮টি। এবার দুই হাজার ২৬৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এবার ৯৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি, গত বছর যা ছিল ৫৩টি।

১০টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন কার্যক্রম এবার তদারক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'সেসিপ' প্রকল্পের 'বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট' (বেডু)। এই ইউনিটের ১২ জন সদস্য খাতা মূল্যায়ন কার্যক্রম তদারক করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর একেএম গোলাম কিবরিয়া তফাদার সংবাদকে বলেন, 'বেডুর সদস্যরা সব বোর্ডের খাতা মূল্যায়ন

অঘোষিত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

অঘোষিত : নির্দেশনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রম তদারক করেছে। নম্বর প্রদানে মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের কঠোরতা অবলম্বনের গাইডলাইন দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছে। এজন্য খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকরা এবার ইচ্ছেমতো নম্বর দিতে পারেনি। এতে ফল কিছুটা খারাপ হয়েছে।'

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এবার গড় পাস করেছে ৮০ দশমিক ২৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছর এই বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল ৮৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বেডুর সদস্য বিদেশ থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন জানিয়ে সিলেট বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, 'কীভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হয় সে সম্পর্কে খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের গাইডলাইন দিয়েছেন বেডুর সদস্যরা। তারা খাতা মূল্যায়ন চলাকালে অনেক পরীক্ষকের কাছ থেকে খাতা নিয়ে অধিকতর মূল্যায়ন করেছেন। এজন্য শিক্ষকরা খাতা মূল্যায়নে কঠোর হন।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে 'বেডুর ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ রবিউল কবির চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'এবার এক্সামিনারদের খাতা দেয়ার আগে সেম্পল মার্কিং, মডেল উত্তরপত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক নম্বর প্রদানে যাতে ব্যক্তির ইচ্ছে-অনিচ্ছা প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি নির্দেশনাও দেয়া হয়।'

এছাড়াও খাতা মূল্যায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও মনিটরিংয়ের জন্য প্রধান পরীক্ষকের (প্রতিষ্ঠান প্রধান) মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষকের খাতা 'ক্রস-এক্সামিন' করা হয়েছে বলেও জানান রবিউল কবির চৌধুরী।

এবার সবচেয়ে কম পাস করা কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল খালেক সংবাদকে বলেন, 'এবার খাতা মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। এটা অত্যন্ত কঠোর ও কার্যকরী একটা উদ্যোগ। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে সব কাজ করেছি। এতে ফলাফলে একটু প্রভাব পড়লেও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। এ বিষয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, 'অতীতের রেওয়াজ অনুযায়ী বোর্ড থেকে তালিকাভুক্ত শিক্ষকরা খাতা নিয়ে যেতেন। সেই খাতা দেখে আবার জমা দিয়ে যেতেন। এখানেই শেষ। এটার কোন মনিটরিং ছিল না। এর কোন নিয়মরীতি ছিল না। এটা শত বছর ধরেই চলে আসছিল। তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে ছিল। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে গত ৩ বছর ধরে বেডু কাজ করে। গবেষণা করে, বিভিন্ন জায়গায় খাতা দেখে, শিক্ষকরা কীভাবে খাতা মূল্যায়ন করে তা দেখে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।'

খাতা মূল্যায়নের পদ্ধতির ত্রুটির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা কিছুটা শিক্ষকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেই খাতা মূল্যায়ন করি। এতে সত্যিকার অর্থে খাতা মূল্যায়ন করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলছি- একটা খাতা বাছাই করে ২০টি কপি করে ২০ জন শিক্ষককে দেয়া হলো। দেখা গেল খাতায় ২০ ধরনের নম্বর দেয়া হয়েছে। ১০ এর মধ্যে কেউ দিয়েছেন ৮, কেউ ৬, কেউ ৫, কেউ ৭ নম্বর। অনেক সময় শিক্ষকরা মোটামুটি দেখে অনুমান করে একটা নম্বর দিয়ে দেন।' ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়নের ফলে ছেলেমেয়েদের নম্বরের যে তারতম্য হয়ে যাচ্ছে এর প্রভাব পড়ছে তার ফলাফলে- এমন মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'একজন হয়তো ভালো লিখেও কম নম্বর পেয়েছে। আবার কেউ ভালো না দিলেও বেশি নম্বর পেয়ে গেছে। এটা সত্যিকার অর্থে মূল্যায়ন নয় কিংবা যাচাই করে একজন শিক্ষার্থীকে আমার সঠিক ফলাফল দিতে পারছি না।'

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমরা বিভিন্ন মানের সাড়ে ১২ শতাংশ খাতা বিভিন্ন জনকে দেখাইছি। খাতা দেখার পরে আমরা মিলিয়ে দেখছি যে ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না। প্রধান পরীক্ষকের খাতা দেখার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের রাখছি যারা এটা মূল্যায়ন করবেন। যাতে দেখতে পারি তারা (প্রধান পরীক্ষক) ঠিক মতো খাতা দেখেছেন কীনা। তারা আগে মূল্যায়ন না করেই বলতেন মূল্যায়ন করেছি।'

নতুন পদ্ধতিতে একই ধারায় নম্বর দেয়ার কারণে তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের চেয়ে বেশি ফেল করেছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সব পরীক্ষক চাপের মধ্যে ছিলেন যে তার খাতা আবার দেখা হতে পারে। এজন্য তাকে কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। এবার খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষকের ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ছিল না।' এ বিষয়ে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপরি ও শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার সংবাদকে বলেন, তার প্রতিষ্ঠানে পাসের হার ৯৭ শতাংশের ওপরে। তবে এবার সরকারের নেয়া নতুন খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ছাড়াও কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণে কঠোরতা অবলম্বন ও প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়ার কারণে সারাদেশে পাসের হার কিছুটা কমেছে। নতুন এ উদ্যোগ দেশের শিক্ষার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে তিনি মনে করেন।